শ্রীকৃষ্ণ, রাধারাণী এবং আয়ানগোপের কাহিনী

ড. মধুসূদন কৃষ্ণ দাস

১. বৃষভানু রাজা এবং কীর্তিদা সুন্দরীর পরিচয় এবং রাধারাণীর আবির্ভাব:
গোকুলে মহাভানু নামে একজন গোপ-রাজ ছিলেন। তার চার পুত্র ছিল। নাম ছিল: বৃষভানু, রত্নভানু, সুভানু এবং প্রতিভানু। আবার গোকুলেই বিন্দু নামে একজন বিষ্ণুভক্ত গোপ ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম মুখরা। এর গর্ভে ভদ্রকীর্তি, চন্দ্রকীর্তি, মহাবল, শ্রীদাম, মহাকীর্তি নামে পাঁচজন পুত্রের জন্ম হয়। অন্যদিকে ভানুমুদ্রা, কীর্তিমতী এবং কীর্তিদা নামে তিনজন কন্যার জন্ম হয়। কীর্তিদার অন্য নাম ছিল কলাবতী। কীর্তিদার সাথে এক সময় বৃষভানুর বিবাহ হয়। কীর্তিদা সুন্দরী এক সময় বায়ুগর্ভ ধারণ করেন। তারপর রাধারাণী সেখান থেকে পরবর্তী সময়ে বের হয়ে আসেন - অর্থাৎ আবির্ভূতা হন। অন্য কথায় কীর্তিদা সুন্দরী বায়ুগর্ভ ধারণের মাধ্যমে অযোনিসম্ভবা রাধাকে কণ্যারূপে প্রাপ্ত হন। দেবকী এবং বসুদেবের মতোই বৃষভানু এবং কীর্তিদা সভ্রম-বাৎসল্যরসে আপ্লুত হয়ে রাধার প্রতি অনেক স্তব-স্তুতি করেন। শাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণদ্বারা রাধার জাতকর্মাদি সম্পন্ন করা হয়। তাঁর মঙ্গল কামনায় বিশেষ ধরণের যজ্ঞও সম্পাদন করা হয়।

২. আয়ানগোপ এবং যশোদার পরিচয়:
কোশল নামক এক দেশে মালক্য নামে একজন গোপরাজা ছিলেন। তার স্ত্রীর নাম জটিলা। তাঁর গর্ভে মদন, দুর্মদ, দম এবং অভিমন্যু নামে চারপুত্র এবং যশোদা, কুটীলা ও প্রভাবারী নামে তিনকন্যা জন্মগ্রহণ করে। অভিমন্যুর ডাকনাম ছিলো আয়ান। একসময় যশোদার সাথে গোকুলের নন্দ মহারাজের বিবাহ হয়। পরে একসময় এই যশোদার পুত্ররূপেই শ্রীকৃষ্ণ লালিত-পালিত হন। এজন্য সম্পর্কে আয়ান গোপ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মামা।

৩. কেন আয়ান নপুংসক ছিলেন?
আয়ান আসলে নপুংসক ছিলেন। এই সম্পর্কে দুটি কাহিনী আছে -
(i). পূর্বজন্মে আয়ান একজন যোগী ছিলেন। তিনি বহুদিন ধরে রাধাকৃষ্ণের তপস্যা করেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে একসময় রাধাকৃষ্ণ তার সামনে আবির্ভুত হন এবং তার মনোবাসনা জানতে চান। তারা বলেন, আয়ান যে বর চাইবে তাই তাঁরা দেবেন। ততক্ষণে আয়ান শ্রীরাধারাণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে স্ত্রীরূপে পাওয়ার বর প্রার্থনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাকে রাধাব্যতীত অন্য যে কোন কিছু প্রার্থনা করতে বললেও আয়ান তার বাসনায় অটল থাকেন। এভাবে একসময় শ্রীকৃষ্ণ রাগান্বিত হয়ে বলেন যে পরজন্মে তুমি রাধাকে স্ত্রীরূপে পাবে - তবে তাঁর ছায়াকে এবং তুমি নিজে নপুংসক হয়ে যাবে।

(ii). আয়ানের সাথে বিবাহ স্থির হওয়ার পর রাধারাণী অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্থ হয়ে কৃষ্ণের ধ্যান করতে আরম্ভ করেন। এর ফলে একসময় কৃষ্ণ আয়ানের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। এর ফলেই আয়ান নপুংসক হয়ে যান।

৪. আয়ানগোপ, নাকি কৃষ্ণের সাথে রাধারাণীর বিবাহ হয়েছিল?
(i). আয়ান বা অভিমন্যু ছিল কৃষ্ণের ছায়া। আবার আয়ানের সাথে বিয়ের উদ্যোগ নিতেই রাধারাণী তাঁর ছায়া রেখে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। তাই ছায়ারূপী রাধার সাথে ছায়ারূপী কৃষ্ণেরই বিয়ে হয়েছিল।

(ii). ব্রহ্মমোহন লীলার সময় সমস্ত গোপবালক এবং গাভী মূলতঃ কৃষ্ণই ছিল। অর্থাৎ ব্রহ্মাকে মোহিত করার জন্য কৃষ্ণ নিজেই সমস্ত গোপবালক এবং গাভীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা আসল গোপবালক এবং গাভীদেরকে হরণ করে তাদেরকে এক গুহায় রেখে এসে এই অবস্থা দেখতে পান। এই লীলা একবছর পর্য্যন্ত ছিল। ঐ সময় শান্ডিল্য নামে এক মুণি গোকুলে এসে বৃষভানু সহ অপরাপর বয়স্ক গোপদেরকে পরামর্শ দেন যে সময় খুবই মঙ্গলজনক। তাই এই সময়ে গোপবালক এবং বালিকাদের বিবাহ দিলে উত্তম হবে। তার কথা শুনে বয়স্ক গোপগণ বালক-বালিকাদের বিয়ের উদ্যোগ নেন। যেহেতু ঐ সময় কৃষ্ণই সব গোপবালক হিসেবে অবস্থান করছিল, সেহেতু রাধারাণীর বিবাহ এক অর্থে কৃষ্ণের সাথেই হয়েছিল।

(iii). শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ তাঁর এক নাটকে দেখান যে রাধারাণীর সাথে কৃষ্ণের বিবাহ হয়েছিল।

(iv). রাধারাণীর বিবাহের উদ্যোগ নেয়া হলে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। কৃষ্ণের সাথে দেখা করার জন্য একসময় কাত্যায়নী দেবীর পূজার ছল করে কালিন্দী - অর্থাৎ যমুনা নদীর তীরে গমন করেন। সেখানে তিনি কৃষ্ণের আরাধনায় লিপ্ত হন। কিছুদিন পর কৃষ্ণ শ্যামসুন্দর মূর্তিতে তাঁর সামনে আবির্ভুত হয়ে রাধাকে বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করতে বলেন। তখন রাধারাণী আয়ানের সাথে তাঁর বিবাহের উদ্যোগের কথা জানান এবং বলেন যে কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কারো সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজী নন।

কৃষ্ণ তখন তাঁকে সান্তনা দিয়ে বলেন যে আয়ান কোন সাধারণ মানুষ নয়। সে আমারই অংশ। তারপরও রাধা আয়ানকে বিবাহে অস্বীকৃত হলে ভগবান বলেন যে, আয়ানের পূর্বেকার প্রার্থনা / বর মিথ্যা হবে না। তবে আমি এক উপায় বলছি :- মামা আয়ানের বিবাহ উৎসব দেখার জন্য মা যশোদা যখন মামাবাড়ীতে যাবেন তখন আমি মায়ের কোল থেকে আয়ানের কোলে চলে যাব। এরপর বিবাহ অনুষ্ঠানের সময় তার কোলেই অবস্থান করে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবো। লোকে জানবে আয়ানের সাথে রাধার বিবাহ হয়েছে। কিন্তু তোমার-আমার গোপনীয় এই বিষয় কেউ জানতে পারবে না। উপরোক্ত উপায়ে এবং প্রক্রিয়ায় কৃষ্ণের সাথে রাধার বিবাহ হয়েছিল।

৫. কিভাবে কৃষ্ণের সাথে রাধার বিবাহ হয়েছিল?
বৃষভানু রাজা একসময় রাধারাণীকে আয়ানের সাথে বিয়ে দেয়ার জন্য উদ্যোগ নেন। বিবাহ বাসরে কন্যার সম্প্রদান কালে মামার কোলে অবস্থানরত শ্রীকৃষ্ণ পরম রোষে আয়ানের দিকে তাকিয়ে তার পুরুষার্থ হরণ করে নপুংসত্ব প্রদান করেন। রাধারাণীর প্রার্থনা পূরণ করার জন্য আয়ানকে পিছনে রেখে নিজের ডানহাত প্রসারিত করে রাধার পাণিগ্রহণ করে বাঢ়ং - এই প্রতিগ্রহ সূচক বাক্য উচ্চারণ করেন। বৃষভানুরাজা কন্যাদানের দক্ষিণাস্বরূপ কিছু রত্ন শ্রীকৃষ্ণের হাতে প্রদান করলে তিনি তাও স্বস্তি বলে গ্রহণ করেন। উপরোক্ত সব কিছুই বৃষভানুরাজা সহ অপরাপর লোকজন যোগমায়ার প্রভাবে বুঝতে অক্ষম হয়েছিলেন।

৬. শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রথম বাসর সজ্জা:
বিয়ের পর পর যথাসময়ে বিভিন্ন ধরণের লতা-পাতা এবং পুষ্পমন্ডিত পুষ্প-সুরভিত মধুকর-গুঞ্জিত যমুনা তীরের মনোরম কুঞ্জময় উপবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন হয়। গোপীজন-বল্লভ রাধারমন শ্রীকৃষ্ণ মধুর মুরলী-ধ্বনি দ্বারা সখীগণ সহ শ্রীমতি রাধারাণীকে বনমধ্যে আহ্বান করেন। শ্রীকৃষ্ণের বেনু-সংকেত শ্রবণ করে রাধারাণী তাঁর সখিবৃন্দসহ কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন যে তিনি হলেন কৃষ্ণের শরণাগত দাসী। তাই কৃষ্ণ যেন কখনো তাঁকে পরিত্যাগ না করেন। তখন কৃষ্ণ গোপীমন্ডলের মধ্যবর্তী হয়ে শ্রীরাধার সাথে অপ্রাকৃত রাসলীলায় প্রবৃত্ত হন।

৭. কৃষ্ণ কর্তৃক আয়ানকে ছলনা করা:
আয়ান ছিলেন কালীর উপাসক। এদিকে আয়ানের মা জটীলা এবং বোন কুটীলা সব-সময়ই রাধার ত্রুটি খুঁজে বেড়াতো। তারা উভয়েই কৃষ্ণের সাথে রাধার সম্পর্ক নিয়ে আয়ানের কান সবসময় ভারী করে রাখতো। একদিন রাধারাণীর সাথে বনে বিহার করছিলেন। এই সময় কুটীলা তাঁদেরকে দেখে ফেলেন। ভাই আয়ানকে এই সংবাদ দিলে আয়ান অত্যন্ত রাগান্বিত হয়। আয়ান তাঁদেরকে হাতে-নাতে ধরার জন্য দৌড়ে আসেন। দূর থেকে আয়ানকে আসতে দেখে রাধারাণী ভয় পেয়ে যান। আয়ানের সাথে তার মা জটীলা ও কুটীলা সহ আরো কিছু লোক ছিল। রাধারাণীকে ভয়ান্বিত দেখে আয়ানের ক্রোধ থেকে তাঁকে বাঁচানোর জন্য তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজে কালীমূর্তি ধারণ করেন। তিনি রাধারাণীকে তাঁর পূজা করতে বললেন। রাধারাণী তাই করা আরম্ভ করে। ঐ সময় সবাই এসে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেল যে রাধারাণী কালীমাতার পূজা করছে। এই দেখে আয়ান খুব খুশী হন এবং জটীলা এবং কুটীলাকে তিরষ্কার করেন। এভাবে আয়ান কৃষ্ণ কর্তৃক একসময় ছলনার সম্মুখীন হয়েছিল।